দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30-JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬ ...

০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী বেতন মওকুফ, নগদ বৃত্তি ও ভর্তুকি প্রদান কর্মসূচী

ছাত্রী ভর্তির সময়সীমা বৃদ্ধি

- দেশের নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ তথা মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার দেশের সকল গ্রামীণ নিম্ন-মাধ্যমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর সকল ছাত্রীর জন্য ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী হতে পর্যায়ক্রমে বেতন মওকুফ, নগদ বৃত্তি ও মওকুফকৃত বেতন বাবদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়/মাদ্রাসাসমূহকে ভর্তুকিদানের এক ব্যাপক ও অভিনব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এ কর্মসূচীর আওতায় নিম্নোক্ত হারে নগদ বৃত্তি ও ভর্তুকি প্রদান করা হবে ঃ

শ্রেণী	ছাত্রী বৃত্তির মাসিক হার	মওকুফকৃত বেতন বাবদ স্কুল/মাদ্রাসাকে দেয় ছাত্রী প্রতি ভর্তুকির হার	বৃত্তি/ভর্তুকি চালুর সময়সূচী
৬ষ্ঠ	২৫.০০	১৫.০০	জানুয়ারী, ১৯৯৪
৭ম	৩০.০০	১৫.০০	জানুয়ারী, ১৯৯৫
৮ম	৩৫.০০	১৫.০০	জানুয়ারী, ১৯৯৭
৯ম	৬০.০০	২০.০০	জানুয়ারী, ১৯৯৪
১০ম	৬০.০০	২০.০০	জানুয়ারী, ১৯৯৫

- উপরোক্ত বেতন/ভর্তুকি ছাড়াও নবম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রী বই কেনার জন্য নগদ এককালীন ২৫০.০০ টাকা এবং ১০ম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার ফিস বাবদ নগদ এককালীন ২৫০.০০ টাকা অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা পাবে।
- এ কর্মসূচীর আওতায় সহায়তা লাভের জন্য প্রত্যেক ছাত্রীকে নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ করতে হবে ঃ
  (ক) প্রতি শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম শতকরা ৭৫ ভাগ স্কুল/মাদ্রাসা দিবসে স্ব-স্ব শ্রেণীতে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে
  (খ) ষান্মাসিক/বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে শতকরা ন্যূনতম ৪৫ ভাগ নম্বর পেতে হবে।
- কোন ছাত্রী কোন শিক্ষাবর্ষে উপরোক্ত যে কোন একটি শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে উল্লিখিত শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি/ভর্তুকি পাবার যোগ্যতা হারাবে। তাছাড়া এসএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পূর্বে যখনই কোন ছাত্রী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন থেকেই এ বৃত্তি/ভর্তুকির সুবিধা একেবারেই পাবে না।
- চলতি ১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর সকল ছাত্রীকে এ কর্মসূচীর আওতায় বেতন/নগদ বৃত্তি/ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হবে।
- চলতি শিক্ষাবর্ষে সম্ভব সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রীকে এ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তির সময়সীমা ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৫ হতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন।

ডিএফপি-২৩৮১-২৯/১

জি-৯০৭(৭X৩)